মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ নেতৃবৃন্দের পূজা মন্ডপ পরিদর্শন

দুর্গা পূজা উপলক্ষে নবমীতে পৌরসভা শহরে ও জেলার বিভিন্ন স্থানের পূজামন্ডপ পরিদর্শন করেন পৌর মেয়র সহ আওয়ামী লীগ ও জেলা যুবলীগের নেতা কর্মীরা।

গতকাল সোমবার বিকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত নেতা কর্মীরা এসকল পূজা মন্দির পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন কালে মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন প্রতিটি মন্দিরে নগদ টাকা ও ব্যাংক চেক প্রদান করেন।

এসময় মেহেরপুর পৌরসভা কালীবাড়ী বড়বাজারের কালী মন্দির, নামের বাড়ী পুজা মন্ডপ, শ্রী শ্রী হরিসভা পুজা মন্ডপ, হালদার পাড়া পুজামণ্ডপ শ্রী শ্রী হরিজন (সুইপার কলোনী) বাপার পুজা মণ্ডপ, বামনপাড়া পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন নেতা কর্মীরা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি এড মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌরসভা মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান সহ জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ।

দর্শনায় পূজা মন্ডপ পরিদর্শনে

জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার

হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দৃর্গাপৃজার ছিলো মহানমবী হিন্দু সম্প্রদায় যাতে করে নির্বিঘ্নে নিরাপত্তার সাথে দৃর্গা উৎসব পালন করতে পারে সে জন্য ব্যাবস্থা করা হয়েছে কড়া নিরাপত্তা। বিষয়গুলো দেখভাল করার পরিদর্শন করেছেন।

জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা ও পুলিশ সুপার আবদুল্লা আল মামুন, দামুড়হুদা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা,দামুড়হুদা সার্কেল এ এসপি জাকিয়া সুলতানা।

আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে দর্শনা পৌরসভার কেরুজ, পুরাতন বাজার হরিজন সম্প্রদায়, কালিদাসপুর দাসপাড়া,আদিবাসিপাড়া পৃজা মন্ডপে যান।

এ সময় তারা সার্বিক খোজখবর নেন এবং সকলের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

আলমডাঙ্গার বিভিন্ন পুজা মন্ডপ পরিদর্শনে আ.লীগ নেতারা

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপে গিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন জেলা আওয়ামী লীগ নেতারা। এ সময় তাঁরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। পাশাপাশি সরকারের উন্নয়নের প্রচার করে আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানান।

আজ সোমবার চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন দলীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন।

সোমবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত তিনি কালিদাশপুর দুর্গা মন্দির,

ক্যানেল পাড়া দুর্গা মন্দির, রথতলা কেন্দ্রীয় দুর্গা মন্দির, কলেজপাড়া দুর্গা মন্দিরসহ বিভিন্ন দুর্গা মন্দির পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি প্রত্যেক মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। আইন শৃঙ্খলা বিষয়ে খোঁজ খবর নেন।

পরিদর্শনে উপস্থিত সাবেক চুয়াডাঙ্গার পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ারাদার টোটন বলেন, অত্যন্ত জাঁকজমক পুর্ণ ও সৌহার্দ পুর্ণ পরিবেশে আলমডাঙ্গার প্রতিটি দুর্গা মন্দিরে শারদীয় দুর্গাৎসব পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির দেশ, আমরা বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রতিতে বিশ্বাস করি, এখানে সকলে মিলে মিশে যার যার ধর্ম পালন করে থাকি। আমরা বিশ্বাস করি ধর্ম যার যার উৎসব সবার।

মন্দির পরিদর্শনকালে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান,উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা,সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী,উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু,সাবেক সহসভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা,জেলা আওয়ামীলীগ নেতা শওকত আলী,কালিদাশপুর ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুল হক মিকা,পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,রথতলা মন্দির কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার সাহা,সম্পাদক অশিম কুমার সাহা,কালিদাসপুর মন্দির কমিটির সভাপতি শুশিল কুমার ভৌতিকা,বীর মুক্তিযোদ্ধা মনিদ্রনাথ দত্ত,রাজ কুমার অধিকারি,লিপন কুমার বিশ্বাস,পরিমল কুমার কালু ঘোষ,মদন কুমার সাহা,জয় কুমার বিশ্বাস দেবদাস ব্যাধ প্রমুখ।

গাংনীর ২২ টি পুজা মন্ডপ পরিদর্শনে শাহিদুজ্জামান শিপু

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন ২২ টি পূজামন্ডব পরিদর্শন করেন ছাত্রনেতা জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শাহীদুজ্জামান শিপু।

গতকাল রবিবার বেলা ১১ টার দিকে চিৎলা নিত্যান্দপুর পূজা মন্দির থেকে পরিদর্শন শুরু করেন ছাত্রনেতা শিপু। এসময় প্রতিটি পুজা

মন্ডপে আর্থিক সহায়তা করেন।

গাংনী উপজেলার পূজামন্ডব পরিদর্শন কালে উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামীলীগের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আলাল উদ্দিন রিন্টু, পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম, কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক, উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি মনিরুল ইসলাম মনি, গাংনী ডিগ্রী কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি জুবায়ের হোসেন উজ্জ্বলসহ নেতা কর্মীরা।

এসময় শাহিদুজ্জামান শিপু বলেন,অসমপ্রদায়িক বাংলাদেশ সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা দরকার। বিএনপি জামাত মানুষের মাঝে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বাদিয়ে মানুষের মাঝে দুরুক্ত সৃষ্টি করে। তারা ধর্মের দোহায় দিয়ে ফ্যাসাদ করে। তিনি বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকলে সকল মানুষ তাদের স্নস্ব ধর্ম পালন করতে পারে। আবারও নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় আনতে নৌকা মার্কায় ভোট দেবেন।
২২ টি পুজা মন্ডপে ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন শাহিদুজ্জামান শিপু। এবং প্রত্যেক মন্ডপের ঢাকী বাদকদের ১ হাজার টাকা করে বকশিশ প্রদান করেন।

উপজেলার কুচুইখালী পূজামন্ডব, কসবা পূজামন্ডব, হাড়িয়াদহ পূজামন্ডব, চাঁনপুর পূজামন্ডব, রায়পুর পূজামন্ডব, আমতৈল পূজামন্ডব, ভোলাডাঙ্গা পূজামন্ডব, শিমুলতলা পূজামন্ডব, বাউট পূজামন্ডব, বামুন্দী পূজামন্ডব, ভোমরদাহ পূজামন্ডব পরিদর্শন পরিদর্শন করেন নেতা কর্মীদের নিয়ে।

আলমডাঙ্গায় দুর্গা পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে ডিসি-এসপি

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা ও পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল-মামুন।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যা ৭ টায় আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়া সার্বজনীন শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির ও রাত সাড়ে ৮ টায় রথতলা শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দিরে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজার মন্ডপ পরিদর্শন করেন। এসময় স্টেশনপাড়া দুর্গা মণ্ডপে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

পূজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, সারাদেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় সাড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ সম্প্রীতির বাংলাদেশ।বাংলাদেশে অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে শারদীয় দুর্গা উৎসব পালিত হচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্যান্য উপজেলার ন্যায় আলমডাঙ্গাতেও অত্যন্ত চমৎকার ভাবে দুর্গা পূজা উদযাপিত হচ্ছে। এটা দেখে আমাদের খুবই ভালো লাগলো। সকল অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবো।
পুলিশ সুপার বলেন, ‘ধর্ম যার যার উৎসব সবার, দেশের মানুষ স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম পালন করছে। আমরা আশা করি আগামীতে আপনাদের এই আনন্দ-উৎসবে আমরা আবারও যোগ দিতে পারব। আলমডাঙ্গা পুজা মন্দির পরিদর্শন করে দেখলাম, এখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই ভাল। এছাড়া হিন্দু মুসলিম সকল ধর্মের লোক এক সাথে ধর্মীয় উৎসব পালন করছেন। উপজেলার সকল পূজা মন্ডপে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা , পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল-মামুন, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা (এনএসআই) ডিডি ইয়াছিন সোহাইল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাজমুল হামিদ রেজা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজিমউদ্দীন আল-আজাদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) সার্কেল আনিসুজ্জামান লালন, পুনক সভানেত্রী ফরিদা ইয়াসমিন, আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) রেজওয়ানা নাহিদ, পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু।

পূজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহেল কাফি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, আলমডাঙ্গা থানার ওসি (তদন্ত) একরামুল হুসাইন, ওসি (অপারেশন) ফরিদুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অমল কুমার বিশ্বাস।

এছাড়া স্টেশনপাড়া সার্বজনীন শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দিরের সভাপতি জয়

কুমার বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক দেবদাস কুমার ব্যাধ, সহ-সভাপতি ঘন শ্যাম, সাংগঠনিক সম্পাদক তাপস কুমার ব্যাধ, রাম কুমার কর্মকার, শিবু কুমার ব্যাধ। এদিকে, রথতলা শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দিরের সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার সাহা, সাধারণ সম্পাদক অসিম কুমার সাহা, সাংবাদিক প্রশান্ত বিশ্বাস, সমির কুমার সাহা, পরিমল কুমার ঘোষ, অপু কুমার সাহা,বিশ্বজিৎ সাধু খাঁ প্রমূখ।

কোটচাঁদপুরে পূজা মন্ডপে নগদ অর্থ ও বস্তু বিতরণে এমপি চঞ্চল

ঝিনাইদহে কোটচাঁদপুরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে উপজেলার ৪৫ টি পূজা মন্ডপে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার উপহার নগদ অর্থ ও ব্যক্তিগত তহবিল থেকে বস্তু বিতরণ করেছেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের সাংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

আজ রবিবার (২২ অক্টোবর) সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন তিনি।পূজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং সার্বিক বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। এ সময় তিনি বঙ্গবন্ধু কন্যার পক্ষ থেকে প্রতিটি মন্দিরে আর্থিক সহায়তা ও ব্যক্তিগত তহবিল থেকে বস্তু বিতরণ করেন।

সে সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম খান বাবলু, সহ-সভাপতি ফারজেল হোসেন মন্ডল, সহ-সভাপতি লুৎফর রহমান, সাবেক উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মীর কাশেম, এলাঙ্গী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান খান, সাবেক কুশান ইউনিয়ন পরিষদের আব্দুল হান্নান, ইউপি সদস্য এনামুল হক, সেচ্ছাসেবক লীগ নেতা লিমন,ছাত্র লীগ নেতা, রাব্বি হাসান, প্রদীপ কুমার হালদার, ওবায়দুল হক, আল-আমীন, নয়ন,মানিক প্রমুখ।

এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মী ও স্ব স্ব পূজা মন্ডপের সভাপতি সম্পাদক সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি: প্রধানমন্ত্রী

পূজা শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সবার আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। আমি বলব, আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি।

রবিবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে পূজামণ্ডপে ভক্তদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি জে এল ভৌমিক ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষ সবসময় উদার মনের, তারাও সব সময় অসম্প্রদায় চেতনাকে বিশ্বাস করে। যে কারণে আজকে আমাদের স্লোগান, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। সবাই আমরা ঠিকই এভাবে উৎসব পালন করে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ’৭৫ পর বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অনেক অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে। ’৯২, ২০০১ ও তার আগে বার বার আঘাত এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সবসময় আপনাদের পাশে ছিল, পাশে আছি।আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানে সব ধর্ম-বর্ণের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ অর্থাৎ সব ধর্মের মানুষ যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে সেটা নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু ৭৫-এ জাতির পিতাকে

হত্যার পর যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।’

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা সবসময় বিশ্বাস করি, সবি ধর্ম বর্ণের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে পূজা শেষ করেন, সেটাই আমরা চাই। আইন-শৃঙ্খলা কর্মী থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেক নেতারা থাকবে, যাতে কোনো ধরনের ঘটনা না ঘটতে পারে। সেদিকে আমরা সতর্ক থাকবো। আমরা চাই, আপনারা ভালোভাবে পূজা উদযাপন করেন।

তিনি আরও বলেন, এ মাটির সন্তান সবাই। এই মাটিতে নিজ নিজ অধিকার নিয়ে সবাই বাস করবেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে সবাই একই যুদ্ধ করেছেন, এখানে সবার অধিকার রয়েছে। সে অধিকার যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে আমরা সেই চেষ্টাই করি। আমরা চাইবো, আপনারও বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ করুন।

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা, এখন ঘরে ঘরে খাবার আছে, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ আছে, চিকিৎসা সেবা মানুষের কাছে আমরা দিয়ে দিচ্ছি, সারা বাংলাদেশে যে উন্নয়নের ছোঁয়া, এটা মানুষের কল্যাণেই আমাদের কাজ। মানুষের কল্যাণ করাটাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব।

দামুড়হুদার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার



চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন।

শনিবার দুপুর ১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ সরেজমিনে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা ও জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন পরিদর্শন করেন। পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার সনাতন ধর্মাবলম্বী ভক্ত বৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং পূজার নিরাপত্তাসহ সার্বিক খোঁজখবর নেন।

উল্লেখ্য, চুয়াডাঙ্গা জেলায় এ বছর ১২১টি পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিটি পূজা মণ্ডপে নিজস্ব সেচ্ছাসেবক ছাড়াও সার্বক্ষণিক পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত রয়েছেন । এছাড়াও সাদা পোশাকে ডিবি, ডিএসবি এবং ট্রাফিক পুলিশ সার্বক্ষণিক মাঠে কাজ করছেন।পূজা মন্ডপ পরিদর্শন কালে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর, পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) অফিসার ইনচার্জ, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের ইনচার্জ মাহমুদুর রহমান সহ বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসারবৃন্দ।

তিন স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টিত

কালীগঞ্জের পূজা মন্ডপগুলি



কালীগঞ্জে পূজা মন্ডপের
নিরাপত্তায় থানা পুলিশ

শুরু হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বিদের বৃহত্তম ধর্মীয় অনুষ্ঠান সারদীয় দূর্গোৎসব। কালীগঞ্জ উপজেলায় মোট ৫৩টি মন্ডপে সার্বজনীন দূর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে কালীগঞ্জের পূজামন্ডপগুলি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তিনস্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা চাদরে ঢেকে ফেলেছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, উপজেলার ১টি পৌরসভা ও ৭টি ইউনিয়নে ২৯টি স্থায়ী ও ২৪টি অস্থায়ী মন্ডপে এ বছর সার্বজনীন দূর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ১০টি, গুরুত্বপূর্ণ ১১টি ও সাধারণ ৩২টি পূজা মন্ডপ রয়েছে। পূজা মন্ডপ, পূজারী ও আগত দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা দিতে ৩৩২ জন আনসার, প্রতিটি বিটে একটি করে মোবাইল টিম ও দুইজন ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে ১টি করে ষ্ট্রাইকিং টিম সার্বক্ষনিক দায়িত্ব পালন করছে।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কালীবাড়ী মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি বাবু নিরঞ্জন চন্দ্র ঘোষ বলেন, ‘দূর্গাপূজা উপলক্ষে আমাদের যাবতীয় কার্যক্রম ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছি। গতকাল শুক্রবার রাত থেকে ষষ্ঠি পূজার মাধ্যমে দূর্গোৎসব আরম্ভ হয়েছে। পূজা উপলক্ষে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে।’

কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ ফায়েজুর রহমান বলেন, ‘কালীগঞ্জ থানা এলাকার ৫৩টি পূজামন্ডপে উৎসবমুখর পরিবেশে সনাতন

ধর্মাবলম্বিরা পূজা অর্চনা করবেন। প্রতিটি মন্ডপই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যেই পূজা মন্ডপ, পূজারী ও আগত দর্শনার্থীদের নিরাপত্তাদানে তিনস্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি পূজা মন্ডপ সিসি টিভি ক্যামেরার আওতায় একটি কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

আলমডাঙ্গার গোবিন্দপুর মাঠপাড়ায় দুর্গাপূজার উদ্বোধন



আলমডাঙ্গা গোবিন্দপুর মাঠপাড়ায় সার্বজনীন কালিমন্দির প্রাঙ্গণে দুর্গাপূজার উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও সাবেক হারদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে ফিতা কেটে দুর্গাপূজার উদ্বোধন করেন।
এসময় তিনি বলেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। ধর্মের অজুহাতে অনেকে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। তবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সকল ধর্মকে শ্রদ্ধার সাথে দেখেছেন।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহাবুদ্দিন, এম সবেদ আলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ঠান্ডু রহমান।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি প্রকাশ কুমার ব্যাধ, সাধারণ সম্পাদক আতিক কুমার ব্যাধ। এছাড়া ব্যাধ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের প্রধান বিধান কুমার ব্যাধ, অচিন্ত কুমার ব্যাধ, লালু কুমার ব্যাধ, শংকর কুমার ব্যাধ,

সাগর, সঞ্জিত, অজয়, লিটন, প্রশান, কাঞ্জন, মিঠুন, সওদাগর, বিক্রম, রুবেল, আশিক, সাজিত, অজিত, রাহুল, মিঠুন, হৃদয়, নিশান প্রমূখ।